

**৬ই এপ্রিল, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত  
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।**

৬ই এপ্রিল, ১৯৯৯ ইং তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৭তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত আছে।

**আলোচ্যসূচী-১ঃ      ৬৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।**

সভার শুরুতে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৬৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণের জন্য সভায় তা উপস্থাপন করেন। ৬৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য আছে কিনা নির্বাহী পরিচালক সে বিষয়ে সভার সকল সদস্যদের দ্রষ্টি আকর্ষণ করেন। ৬৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর বোর্ড সদস্যদের কোন মন্তব্য না থাকায় তা সর্বসমতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

**আলোচ্যসূচী-২ঃ      যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ২নং চুক্তির ঠিকাদার কর্তৃক পেশকৃত দাবী নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এতদ্সংক্রান্ত Facilitation চুক্তি অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদার কর্তৃক পেশকৃত দাবী নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ বিষয়ে Facilitation চুক্তি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, প্রকল্পের ৩(তিনি)টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পেশকৃত বিভিন্ন দাবী তাদের সাথে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেএমবিএ'র ৬৫তম বোর্ড সভায় জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী, সচিব আইআরডি ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং Mr. I. W. Reeves, Chief Executives, RPT/High Point Rendel-কে সকল চুক্তির জন্য যৌথ Facilitators নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ৬৬তম বোর্ড সভায় বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আলোচনার পর তাঁদেরকে প্রকল্পের চুক্তি নং-২ এর Facilitators নিয়োগের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, যৌথ Facilitators হিসাবে নিয়োগের জন্য জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী এবং Mr. I. W. Reeves এর নিকট খসড়া চুক্তিপত্র প্রেরণ করা হয় এবং তাঁদের সম্মতির প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

**২.২। চুক্তি নং ২ এর Facilitation চুক্তির মূল বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ :**

- ক) যৌথ ফেসিলিটেটরগণ যৌথভাবে বা প্রয়োজনবোধে এককভাবে ফেসিলিটেশনের কাজ পরিচালনা করবেন।
- খ) যৌথ ফেসিলিটেটরগণ উভয় পক্ষ অর্থাৎ যবসেক ও ঠিকাদারের নিকট গ্রহণযোগ্য নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়া স্থির করবেন এবং সে অনুযায়ী নেগোসিয়েশন ফেসিলিটেট করবেন। প্রয়োজনবোধে উভয় পক্ষের সম্মতিতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন।
- গ) নেগোসিয়েশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাঁরা একটি সেটেলম্যান্ট দলিল প্রস্তুত করবেন।
- ঘ) প্রত্যেক ফেসিলিটেটর প্রতিদিন কাজের জন্য ২২০০.০০ পাউন্ড করে পাবেন। তাছাড়া Business ক্লাশে বিমান ভাড়া, প্রকৃত হোটেল ব্যয় এবং Support Service বাবদ তাঁরা প্রতিদিন ১০০ পাউন্ড হিসাবে পাবেন।
- ঙ) যৌথ ফেসিলিটেটরগণ প্রয়োজনবোধে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাঁদের সহায়তার জন্য অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ICE হারের দিগ্নন হারে তাঁদের ব্যয় পরিশোধ করতে হবে।
- চ) উপরোক্ত ফেসিলিটেশন ব্যয়ের অর্ধেক যবসেক এবং বাকী অর্ধেক ঠিকাদার বহন করবে।

২.৩। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী ও Mr. I. W. Reeves যৌথ Facilitators হিসাবে কাজ শুরু করেছেন এবং চুক্তি নং-২ এর দাবীসমূহ আগামী মে' ১৯ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তাঁরা কর্মসূচী পেশ করেছেন।

২.৪। আলোচ্যসূচী-২ এর উপর বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ঠিকাদার কর্তৃক পেশকৃত দাবীসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ত চুক্তি নং-২ এর Facilitation চুক্তি (অনুচ্ছেদ-২.২ এ বর্ণিত উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী ও সম্মানী ভাতাসহ) সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৩ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন চুক্তির ঠিকাদার কর্তৃক পেশকৃত দাবী নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিযুক্ত Facilitator-দের Facilitation পদ্ধতি সংক্রান্ত।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন চুক্তির ঠিকাদার কর্তৃক পেশকৃত দাবী নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Facilitation পদ্ধতি সভায় তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, Facilitator-দের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সে চুক্তির শর্তানুসারে ফেসিলিটেরা Facilitation পদ্ধতি প্রণয়ন করবেন এবং সকল পক্ষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হলে এই পদ্ধতি অনুসরণে Facilitation কাজ সমাধা হবে।

৩.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, চুক্তি নং-১ এর জন্য নিযুক্ত Facilitator-গণ এবং চুক্তি নং-২ এর জন্য নিযুক্ত Facilitator-গণ তাঁদের Facilitation পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য পেশ করেছেন।

৩.৩। এ বিষয়ে আলোচনাত্ত্বে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ঠিকাদারদের দাবীসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ সম্পর্কিত চুক্তি নং-১ এবং চুক্তি নং-২ এর জন্য প্রণীত Facilitation পদ্ধতি সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৪ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদানের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের ঠিকাদার কর্তৃক উত্থাপিত ৬৩৩ কোটি টাকার Claim/Dispute সমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে সহায়তা করার লক্ষ্যে ৬৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসামরিক, বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিবকে আহবান করে তিনি সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। তিনি সভায় জানান যে, এ কাজের জন্য যদিও কমিটির সদস্যদের যথেষ্ট পরিশৰ্ম করতে হয় তথাপি তাঁদের কোন সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তাই কমিটির প্রতি বৈঠকের জন্য প্রতি সদস্যকে ১,৫০০/- (পনের শত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে স্থানীয় POE-দের কাজে সহায়তা ব্যবস্থা ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ঘন্টাপ্রতি ২০০০/- (দুই হাজার) এবং ১,৮০০/- (এক হাজার আটশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে।

গোপনীয়

৪.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, কমিটির আহবায়কের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য প্রস্তাবিত মাসিক ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা কম হয়ে যায়। কারণ এ সকল কমিটিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ফি সাধারণতও অনেক বেশী হয়ে থাকে প্রায় ৩,০০০.০০ মার্কিন ডলার। এ বিষয়ে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আহবায়কের জন্য মাসিক ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রস্তাব করেন। অপরপক্ষে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য নিয়োজিত DRB-এর চেয়ারম্যান-কে যে হারে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে সেই হারে (মাসিক ৩০,০০০/- টাকা হিসেবে) আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটির আহবায়ক-কে সম্মানীসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি দেয়ার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ একমত প্রকাশ করেন।

৪.৩। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের Claim/Dispute সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহবায়ক ও সদস্য এবং POE-এর সদস্যদের অনুচ্ছেদ-৪.১ ও ৪.২ এ উল্লেখিত হারে সম্মানী ভাতা প্রদানের প্রস্তাব সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৫ঃ      বঙ্গবন্ধু সেতুর জন্য প্রণীত যমুনা নদীর গানিতিক মরফোলজিক্যাল মডেলটি হালনাগাদ করণসহ চালু রাখিয়া EFAP কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহার প্রসঙ্গে।

বঙ্গবন্ধু সেতুতে পরিচালিত Morphological Model Study পরিচালনার বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইনসিটিউট (ডি.এইচ.আই.) এবং Surface Water Modeling Centre (SWMC)-এর মাধ্যমে ১ম পর্যায়ের মরফোলজিক্যাল গানিতিক মডেল ষাটিতে কাজ জুলাই' ৯৫ তে শুরু হয়ে ডিসেম্বর' ৯৫ তে শেষ হয়। এ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সেতুর উজানে ও ভাটিতে নদীর তলদেশ, তীর ও চর-এর শৈলীগত (Morphological) ও পানি প্রবাহের গতি প্রকৃতি পরিবর্তনের আগাম পূর্বাভাস ও নদীশাসন মূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অত্যন্ত সফল ভূমিকা পালন করেছে।

৫.২। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১ম পর্যায়ের সমীক্ষা চলাকালীন বিশ্ব ব্যাংকের একটি মিশন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২য় পর্যায়ে মডেল ষাটি পরিচালনার মেয়াদ ডিসেম্বর' ৯৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এ মডেল ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রথমবারের মত একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক ক্ষতিপূরণ সীমানা চিহ্নিত করণের বিষয়সহ EFAP নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করেছে। ১ম ও ২য় পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষায় সেতু কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য দেশী প্রকৌশলীর সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জন এবং বিদেশ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দেশী জনবল তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

৫.৩। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৮ সালে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যার কারণে প্রকল্প এলাকায় নদী প্রকৃতির কি পরিবর্তন ঘটেছে তা জরীপের জন্য বিশ্ব ব্যাংক Morphological Model Study পরিচালনার কাজ ওয় পর্যায়ে ডিসেম্বর ২০০১ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করণের সুপারিশ করেন। তাছাড়া আর.আর.আই. দ্বারা পরিচালিত ফিজিক্যাল মডেল কাজের সহায়ক হিসাবে এর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে SWMC হতে একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এ প্রস্তাবনায় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে : হাইড্রোমেট্রিক ও ব্যাথিমেট্রিক উপাত্ত সংগ্রহ করণ, মডেল Calibration ও Validation সহ হালনাগাদ করণ, প্রতিবছরের জন্য Morphological পূর্বাভাস প্রণয়ন এবং Physical Model ও Mathematical Model এর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান।

৫.৪। SWMC ৮৫.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Baitanymetric Survey ও তথ্য সংগ্রহসহ অন্যান্য কাজের জন্য মোট ১৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রস্তাব করেছে বলে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান যে, SWMC তাদের প্রস্তাবে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ও সফটওয়ার হালনাগাতের জন্য DANIDA Aided টি এ প্রকল্প হতে (Strengthening of SWMC) অর্থ যোগান দেয়া হতে পারে মর্মে উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য তৃতীয় পর্যায়ের সমীক্ষার কাজ শুষ্ক মৌসুমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেতু কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্ধিতকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

৫.৫। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

বঙ্গবন্ধু সেতুর জন্য SWMC কর্তৃক ১৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যমুনা নদীর গানিতিক Morphological Model Study পরিচালনার কাজ তৃতীয় পর্যায়ে জানুয়ারী ১৯৯৯ হতে ডিসেম্বর ২০০১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব সভায় ঘটনানোত্তর অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৬ঃ      যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকায় জেএমবিএ ও সিএসসি তে কর্মরত কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য আনুযান্তিক ব্যয় প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকায় জেএমবিএ ও সিএসসি তে কর্মরত কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য আনুযান্তিক ব্যয়ের বিষয়টি সভায় তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন আবাসিক এলাকার ঘরবাড়ী, অফিস, রেষ্টুরেন্ট, কলফারেন্স সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন ঠিকাদারের উপর ন্যস্ত ছিল। প্রবর্তীতে এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা পরিচালনার দায়িত্ব RPT-TCM নামে একটি প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করা হয়, যার মেয়াদ জুন' ৯৮ তে শেষ হয়ে গেছে। জুন' ৯৮ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত জেএমবিএ এবং সিএসসি-এর কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য আনুযান্তিক ব্যয় চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার বহন করেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পর সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জোমাক-এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে উক্ত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুযান্তিক ব্যয় প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়নি এবং এ সমস্ত খরচ বর্তমানে জোমাক বহন করে আসছে, যা সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করতে হবে।

৬.২। তিনি আরও জানান যে, বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে জোমাক এবং সিএসসি-এর সাথে সেতু কর্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চুক্তিতে জেএমবিএ এবং সিএসসি-এর কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও আনুযান্তিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এ সমস্ত খরচ প্রাথমিকভাবে জোমাক পরিশোধ করবে, যা প্রবর্তীতে সেতু কর্তৃপক্ষ পুনর্ভরণ করবে। ফলে ১২.৫% over head সহ অট্টোবৰ' ৯৮ পর্যন্ত মোট ১৫,৬৪,৭৩৮.০০ টাকা জোমাক-কে পুনর্ভরণ করতে হয়েছে।

৬.৩। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত এ সমস্ত কর্মচারীদের সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় নিয়ে আসার পরামর্শ দেন, যাতে ১২.৫% over head প্রদান থেকে মুক্ত থাকা যাবে। তাঁর এ প্রস্তাবের জবাবে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, প্রকল্প এলাকায় সেতু কর্তৃপক্ষের অফিস এবং বাসা-বাড়ীতে যারা কাজ করছে তাদের প্রস্তাবিত পিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় কাজ চলছে।

গুণ্ঠী

৬.৪। আলোচনাত্তে এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

- ক) প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত জেএমবিএ এবং সিএসি-এর কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুযাদিক ব্যয়ের জন্য পুনর্ভরণ বাবদ ব্যয়িত ১৫,৬৪,৭৩৮.০০ (পনের লক্ষ চৌষটি হাজার সাতশত আটাশি) টাকা ঘটনানোভর অনুমোদিত হয়।
- খ) সিএসি-এর সাথে চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিএসি-এর ব্যয় অব্যাহত রাখতে হবে এবং ১২.৫% over head-সহ এতদ্সংক্রান্ত ব্যয় জোমাক-কে পুনর্ভরণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৭ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালা' ৮৯ এর তফসিল অনুমোদন প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালা' ৮৯ এর তফসিল নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, গত ৩১/০৮/৯৭ ইঁ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৫৭তম বোর্ড সভায় প্রকল্প ছক অনুসারে তৈরীকৃত অফসিল সভায় অনুমোদিত হয়। ইতিপূর্বে রাজস্ব বাজেটে প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এবং কতিপয় নতুন পদ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই সংশোধিত তফসিল প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭.২। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইতিপূর্বে অনুমোদিত তফসিলে নির্বাহী পরিচালক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধু মাত্র প্রেৰণে নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সংশোধিত তফসিলে এর সাথে চুক্তিভিত্তিক (শুধুমাত্র নির্বাহী পরিচালকের ক্ষেত্রে), পদোন্নতি এবং সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সে অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭.৩। নির্বাহী পরিচালক বর্তমানে প্রস্তাবিত তফসিলে বিভিন্ন পদে নিয়োগের পদ্ধতি, সরাসরি নিয়োগের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং পদোন্নতির শর্তাবলী বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৌশলীকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব রাখেন। নিয়োগের শর্তাবলী নিম্নরূপ :

“সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা : এমবিএ অথবা অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতকোভর ডিপ্লোমা অথবা প্রকৌশলীতে স্নাতক ডিপ্লোমা হিসাবে ২০ বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা যার মধ্যে ৫ বছর কোন সংস্থার প্রধান হিসাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা”

৭.৪। আলোচনাত্তে সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালা' ৮৯ এ অন্তর্ভুক্ত তফসিলে (অনুচ্ছেদ-৭.৩ এ বর্ণিত সংশোধনীসহ) প্রস্তাবিত সংশোধনীটি সভায় অনুমোদিত হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।

### আলোচ্যসূচী-৮ঃ

আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর আদালতে উপস্থিতি হয়ে মামলা  
পরিচালনার জন্য ফি নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর আদালতে উপস্থিতি হয়ে মামলা পরিচালনার জন্য ফি নির্ধারণের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, জেএমবিএ বোর্ডের ৪৪তম সভায় কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টা ডঃ আহমেদ হোসেনের আদালতে উপস্থিতি হয়ে মামলা পরিচালনার জন্য ফি নির্ধারণের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। কিন্তু ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ-এর ক্ষেত্রে তা নির্ধারিত হয়নি। তিনি আরও জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের সময় টেক্সারে অংশগ্রহণকারী একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হাইকোর্ট ডিভিশনে সেতু কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে আইন উপদেষ্টা সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বিজ্ঞতার সাথে উক্ত মামলা পরিচালনা করেন এবং শুনানী শেষে মহামান্য আদালত পরবর্তীতে রিট আবেদনটি খারিজ করে দেন।

৮.২। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ উক্ত রিট আবেদনের শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য দৈনিক ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা হারে তিনি দিনের জন্য ৭৫,০০০.০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা ফি দাবী করেন। এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ করলে তিনি জানান যে তিনি সাধারণত যে হারে ফি নিয়ে থাকেন তার চেয়ে কম হারে ফি দাবী করেছেন। একজন সিনিয়র ও অভিজ্ঞ আইনজীবি হিসাবে তাঁর এ ফি যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

৮.৩। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

### সিদ্ধান্তঃ

সেতু কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এর আদালতে উপস্থিতি হয়ে মামলা পরিচালনার জন্য দৈনিক ফি ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা হারে তিনি দিনের জন্য ৭৫,০০০.০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা ফি দাবী করেন। এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ করলে তিনি জানান যে তিনি সাধারণত যে হারে ফি নিয়ে থাকেন তার চেয়ে কম হারে ফি দাবী করেছেন। একজন সিনিয়র ও অভিজ্ঞ আইনজীবি হিসাবে তাঁর এ ফি যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

### আলোচ্যসূচী-৯ঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুর ট্রাফিক সার্ভের Consultancy Services নিয়োগ প্রসঙ্গে।

বঙ্গবন্ধু সেতুর ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনার প্রসঙ্গটি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জোমাক (JOMAC) দ্বারা সেতু পারাপারকারী যানবাহন হতে টোল আদায় করা হচ্ছে। প্রকৃত যানবাহন সংখ্যা ও টোল আদায়ের মধ্যে সমৰ্পয়, প্রকৃত যানবাহন সংখ্যা ও ইতিপূর্বে পরিচালিত সমীক্ষায় ট্রাফিক পূর্বাভাসের মধ্যে তুলনা এবং Traffic Projection প্রভৃতি কাজসমূহ করার লক্ষ্যে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে BUET (Transportation and Traffic Engineering Division of the Department of Civil Engineering) এ বিষয়ে একটি কারীগরী ও আর্থিক প্রস্তাব পেশ করেছে।

৯.২। তিনি আরো জানান যে, প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম বছরে প্রতি দু'মাস অন্তর একবার ১ সপ্তাহ (অর্ধাং খ বার/বছর) এবং প্রবর্তী ৪(চার) বছর প্রতি ৪(চার) মাস অন্তর একবার এক সপ্তাহ (অর্ধাং খ বার/বছর) যানবাহন পারাপারের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। BUET ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনার জন্য মোট ৪৬,৯০,০০০.০০ (চোল্লিশ লক্ষ নবাবই হাজার) টাকার আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করেছে, এর সঙ্গে ৫.২৫% করে ভ্যাট বাবদ অর্থ যবসেক-কে প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। Agreement-এর সার-সংক্ষেপ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ২৬/৮/৯৮ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং যবসেক

ও BUET-এর মধ্যে ৩/৯/৯৮ ইং তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রথম পর্যায়ের ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনার কাজ চলছে।

৯.৩। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

বঙ্গবন্ধু সেতুতে ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনার জন্য ৪৬,৯০,০০০.০০ (চেচিলিশ লক্ষ নবই হাজার) টাকা ব্যয় সম্বলিত ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী চুক্তিপত্র (Agreement for the Consultancy Services for Traffic Surveys at Bangabandhu Bridge and its Approach) বোর্ড ঘটনাত্ত্বের অনুমোদন করে।

আলোচ্যসূচী-১০: অত্র কর্তৃপক্ষের গাড়ীচালক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা-এর চিকিৎসা খরচ পরিশোধ প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের গাড়ীচালক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা-এর চিকিৎসা খরচের প্রসঙ্গতি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় গত ৬/৯/৯৮ ইং তারিখে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাতীয় হাদরোগ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় এবং সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাকে ১১,৯৯৪.০০ (এগার হাজার নয়শত চুরানবই) টাকার ঔষধ ক্রয় করতে হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন একজন হাদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার জন্য সিএজি করানো এবং ঔষধ ক্রয় বাবদ আরও ৯,২৫৮.০০ (নয় হাজার দুইশত আটান) টাকা খরচ হবে। গাড়ীচালক জনাব গোলাম মোস্তফা একজন নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী বিধায় তার পক্ষে এত অর্থ ব্যয়বহুল করা সম্ভব নয়। তাই মানবিক দিক বিবেচনা করে চিকিৎসা খরচ বাবদ তাকে সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

১০.২। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের গাড়ীচালক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা-কে চিকিৎসা খরচ বাবদ যথাযথ ভাউচার জমাদান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদানের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-১১: দায়িত্বপালনকালে দূর্ঘটনায় আহত বার্তাবাহক জনাব মোঃ জালাল এর চিকিৎসা খরচ পরিশোধ প্রসঙ্গে।

দায়িত্ব পালনকালে দূর্ঘটনায় আহত বার্তাবাহক জনাব মোঃ জালাল এর চিকিৎসা খরচের প্রসঙ্গটি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু উন্নোধন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণপত্র বিতরণে করার সময় কর্তৃপক্ষের অফিস পিয়ন জনাব জালাল এবং জনাব মোঃ গোলাম হোসেন ১৭/৬/৯৮ ইং তারিখে বারিধারা এলাকায় দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মটর সাইকেলযোগে আমন্ত্রণপত্র বিলি করে অফিস ফেরার পথে একটি মটর গাড়ী পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিলে মটর সাইকেল আরোহী কর্তৃপক্ষের উক্ত দুইজন অফিস পিয়ন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনাব মোঃ জালাল একজন নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারী বিধায় তার চিকিৎসা বাবদ ব্যয়িত মোট ৩,৪১৪.০০ (তিন হাজার চারশত চৌদ্দ) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

১১.২। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

**সিদ্ধান্ত :**

যমুনা বহুবুর্ধী সেতু কর্তৃপক্ষের বার্তাবাহক জনাব মোঃ জালাল এর চিকিৎসা বাবদ ব্যয়িত মোট ৩,৪১৪.০০ (তিন হাজার চারশত টোন্ড) টাকা ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে প্রদানের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

**আলোচ্যস্টী-১২:** পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অধীনে এন.জি.ও. সোবাসের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত এনজিও সোবাসের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করণের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় অবহিত করেন। তিনি জানান যে, এনজিও সোবাসের সাথে প্রথমে ৮/৫/৯৬ ইং তারিখে ১৪৭.৫০ হেক্টর (কার্যপদ্ধতি ভুলক্রমে ১৩৭.৫০ হেক্টর উল্লেখ করা হয়েছিল) বোরোপিটে এবং ৫২ হেক্টর মজা পুকুর খনন করে মাছ চাষ করার জন্য চুক্তি হয়। প্রবর্তীতে ৩/৬/৯৭ তারিখে ৫৮ হেক্টর বোরোপিটে এবং ৭৫ হেক্টর মজা পুকুর খনন কাজের জন্য ৩,২৮,৭৮,০৯১.০০ টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমা ৩১/৩/৯৯ তারিখ পর্যন্ত সোবাস প্রায় ৮৮.২৪ হেক্টর বোরোপিট ও মজা পুকুরের খনন কাজ করতে পেরেছে। তিনি আরও জানান যে, সোবাস বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৩,৫৫,২০০.০০ টাকা উত্তুন্ত দেখিয়ে এবং কাজের পরিমাণ না কমিয়ে সংশোধিত প্রাক্কলন দাখিল করেছে। উক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ ইতোমধ্যে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১২.২। এমতাবস্থায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত এনজিও সোবাসের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ কাজের পরিমাণ ঠিক রেখে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ৩,২৮,৭৮,০৯১.০০ (তিন কোটি আঠাশ লক্ষ আঠাত্তর হাজার একানবই) টাকা থেকে ৩,৫৫,২০০.০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত) টাকা উত্তুন্ত রেখে ৩১/৩/৯৯ থেকে ৩১/১২/২০০০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক জেএমবিএম-এর বোর্ডের সদস্যদের অবহিত করান হয়।

**আলোচ্যস্টী-১৩:** মৎস্য জরীপ, পরিবীক্ষণ ও মৎস্যচাষ কার্যক্রমে প্রেষণে ও অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাইট এলাউন্স প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রেষণে ও অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাইট এলাউন্স প্রদানের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য জরীপ, পরিবীক্ষণ ও মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য সাইট এলাউন্স/সম্মানী ভাতার বরাদ্দ রাখা হয়। এর মধ্যে থেকে ৮ জন কর্মকর্তাকে ৮-১৫ মাস পর্যন্ত মোট ৫,১৩,৮০০.০০ (পাঁচ লক্ষ তের হাজার আঠাশত) টাকা সাইট এলাউন্স প্রদানের পর ভাউচার সমন্বয়কালে এ ব্যাপারে অডিট আপন্তি উপাপিত হয়। বিষয়টি অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রেরণ করলে সাইট এলাউন্স গ্রহণযোগ্য নয় বলে অর্থ বিভাগ জানায়। যার ফলশ্রুতিতে উক্ত প্রদানকৃত অর্থ ফেরৎ দানের জন্য প্রাপককে তাগিদ দেওয়ার পর মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রকল্পে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে উক্ত প্রাপকরা অর্থ খরচ করে ফেলেছে বিধায় মানবিক কারণে গৃহীত অর্থ ফেরৎ দেওয়া থেকে অব্যাহতিদানের জন্য অনুরোধ জানান।

গুলি

## ১৩.২। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

### সিদ্ধান্ত :

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য জরীপ, পরিবীক্ষণ ও মৎস্য চাষ কার্যক্রমে প্রেষণে নিয়োজিত মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাইট এলাউন্স বাবদ প্রদানকৃত মোট ৫,১৩,৮০০.০০ (পাঁচ লক্ষ তের হাজার আটশত) টাকা ফেরৎ দেওয়া থেকে অব্যাহতি দানের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়। বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য অর্থ বিভাগকে পুনরায় অনুরোধ জানাতে হবে।

### আলোচ্যসূচীবিধি-১ : বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে পুনর্বাসন এলাকায় নবনির্মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্কুল এবং পূর্ব প্রান্তে পুনর্বাসন এলাকায় স্কুল পরিচালনা প্রসঙ্গে।

বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে পুনর্বাসন এলাকায় নবনির্মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্কুল এবং পূর্ব প্রান্তে পুনর্বাসন এলাকায় স্কুল পরিচালনার প্রসঙ্গটি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, পূর্ব পাড়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য ৭১,৩৪,০২৪.০০ টাকা ব্যয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের অঙ্গ সংগঠন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাবটি সেতু কর্তৃপক্ষের দরপত্র কমিটির নিকট প্রেরণ করলে কমিটি অন্যান্য এনজিও যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য তা পরীক্ষা করে দেখার সুপারিশ করে। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য এনজিও সরাসরি দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে রাজী না হওয়ায় খোলা দরপত্রের মাধ্যমে বা এনজিও বিষয়ক ব্যরোর নিকট হতে তালিকা সংগ্রহ করে প্রস্তাব গ্রহণ করতে অনেক সময় লেগে যাবে।

২। তিনি আরো জানান যে, এ সকল কারণসমূহ বিবেচনা করে পূর্ব পাড়ের পুনর্বাসন এলাকায় গ্রামীণ কল্যাণকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার জন্য যে কার্যপ্রণালী ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই একই কার্যপ্রণালী এবং অর্থ ব্যয়ে (৭১,৩৪,০২৪.০০ টাকা) পশ্চিম পাড়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের স্কুল পরিচালনার জন্য গণস্বাস্থ্যের নিকট হতে সংশোধিত প্রস্তাব চাওয়া যেতে পারে।

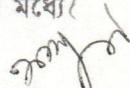
### ৩। এ বিষয় সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

### সিদ্ধান্ত :

পশ্চিম পাড়ের পুনর্বাসন এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্র (অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী) ও স্কুল এবং পূর্ব পাড়ের পুনর্বাসন এলাকার স্কুল পরিচালনার জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে একটি কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে।

### আলোচ্যসূচী বিধি-২ : বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণ এবং ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে।

বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের বিষয়টি নির্বাহী পরিচালক সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, সেতুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১৬,৩৪৩টি পরিবারের মধ্যে অর্ধেকের বেশী দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। এদেরকে পুনর্বাসন এলাকায় প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে



হতে যারা কৃষি জমি ক্রয়ে ব্যর্থ হয়েছে বা অন্য কোন উপায়ে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে পারেনি ৫৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একুপ ৩,০০০ (পূর্ব পাড়ে ২,০০০ এবং পশ্চিম পাড়ের ১,০০০) ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব পাড়ে ১৪০০ ব্যক্তিকে এনজিও DORP এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে PKSF এর মাধ্যমে ৫০ লক্ষ টাকার খণ্ড বিতরণ কার্যক্রম চলছে। উল্লেখ্য যে, পশ্চিম পাড়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে ASAUS।

২। তিনি আরও জানান যে, উল্লেখিত কার্যক্রমের সাফল্যের আলোকে আরও ৩০০০ (পূর্ব পাড়ে ২,০০০ এবং পশ্চিম পাড়ের ১,০০০) ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ ও খণ্ড প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পূর্বের একই হারে অর্থ ব্যয় করলে অতিরিক্ত ৭৮ লক্ষ টাকা লাগবে। খণ্ড কার্যক্রমের জন্য ২,০০ কোটি টাকার অনুমোদন রয়েছে বিধায় এ কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না।

৩। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্তঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অতিরিক্ত ৩০০০ (পূর্ব পাড়ে ২,০০০ এবং পশ্চিম পাড়ের ১,০০০) ব্যক্তিকে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নকল্পে পূর্ব পাড়ে DORP এবং পশ্চিম পাড়ে ASAUS এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত ব্যয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও খণ্ডান কর্মসূচী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বেগম রফিয়া

(আনোয়ার হোসেন)  
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

১.১১.৭২

ও  
চেয়ারম্যান  
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

পরিশিষ্ট-ক

৬ই এপ্রিল, ১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৬৭তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।

<u>ক্রমিক নং</u>	<u>নাম ও পদবী</u>	<u>মন্ত্রণালয়/সংস্থা</u>
১।	সৈয়দ রেজাউল হায়াত সচিব	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২।	জনাব আমিন উল্লাহ সচিব	আইন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩।	মেজর জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ	সেনা সদর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা।
৪।	ডঃ এ, কে, আবদুল খুবিন ভারগাণ্ড সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
৫।	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াবুদ প্রধান প্রকৌশলী	সড়ক ও জলপথ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬।	জনাব এ, কে, এম, খলিলুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৭।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮।	ডঃ এম, ফিরোজ আহমেদ পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯।	জনাব মাহবুব-উল-আলম খান যুগ্ম-সচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০।	জনাব মোঃ আবদুল কাদের মিয়া যুগ্ম সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
১১।	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী উপ-সচিব	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২।	জনাব এ, এস, এম, মঙ্গুর প্রকল্প পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৩।	জনাব বেনু গোপাল দে অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৪।	জনাব মোজাম্বেল হক নির্বাহী প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৫।	জনাব মোহাম্মদ আবদুর রহমান উপ-পরিচালক (পিএন্ডএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।